খাতা মূল্যায়নে উদারতার নীতি পরিহার করায় পাসের হার নিম্নগামী

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন | ঢাকা , শুক্রবার, ২০ জুলাই ২০১৮

খাতা মূল্যায়নে ‘উদারতা’র নীতি থেকে শিক্ষা বোর্ডগুলো সরে আসায় গত দুতিন বছর ধরেই এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার কমছে। খাতা মূল্যায়নে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বনের কারণে পূর্ণাঙ্গ জিপিএ-৫ (গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ)-এর সংখ্যাও কমেছে। গত তিন বছর ধরেই এই পরীক্ষায় গড় পাসের হার ও জিপিএ-৫-এর সংখ্যা কমেছে।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, খাতামূল্যায়নে উদারতার কারণে ফলাফলে রীতিমতো সাফল্যের বিস্ফোরণ ঘটে। অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে পাসের হার ও জিপিএ-৫। এ অবস্থায় সঠিকভাবে খাতামূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালু ও কঠোরতা অবলম্বন করলে ফলাফলে তার প্রভাব পড়বে বলেই ধারণা ছিল সকলের।

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ২০১৬ সালে গড় পাসের হার ছিল ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং ১০ বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৫৮ হাজার ২৭৬ জন। ২০১৭ সালে এই পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৮ দশমিক ৯১ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৩৭ হাজার ৭২৬ জন। এবার এই

পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৬৬ দশামক ৬৪ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৯ হাজার ২৬২ জন। এ হিসেবে গত তিন বছরেই গড় পাসের হার ও জিপিএ-৫ উভয় সূচকে ফল নি¤œগামী হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক শেখ একরামুল কবির সংবাদকে বলেন, ‘এবারের ফলাফল ইতিবাচক। বছরের পর বছর ধরে পাতাগুনে নম্বর দেয়ার মতো একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। এতে খাতা মূল্যায়ন হয়নি যথাযথভাবে। প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক ছিল। এই পদ্ধতি হয়ে পড়েছিল মানহীন।’

এই শিক্ষা বিশেষজ্ঞ আরও বলেন, ‘শিক্ষার মানে অগ্রগতি না হলেও খাতা মূল্যায়নে দুর্বলতার কারণে অব্যাহতভাবে বাড়তে থাকে পাসের হার ও জিপিএ-৫। এ অবস্থায় সঠিকভাবে খাতামূল্যায়নে নতুন পদ্ধতি চালু ও কঠোরতা অবলম্বন করলে ফলাফলে তার প্রভাব পড়বে বলেই ধারণা ছিল সকলের। এখন মনে হচ্ছে একটি সঠিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে পাবলিক পরীক্ষা। এতে পাসের হার ও জিপিএ-৫ সামান্য কমলেও এই মূল্যায়নটিই সঠিক।’

নতুন প্রক্রিয়ার কারণে একটি ‘ট্রানজিট পিরিয়ড’ চলছে মন্তব্য করে অধাপক শেখ ইকরামুল কবির বলেন, ‘কয়েক বছর পাস ও জিপিএ-৫ কমতে পারে। এই ফলই পজেটিভ।

এক পর্যায়ে একটি স্থাতিশীল অবস্থায় চলে আসবে ফল।'

শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানায়, এবার দ্বিতীয় বারের মতো খাতামূল্যায়নে নেয়া হয় নতুন উদ্যোগ। বাংলাদেশ এক্সামিনেশন ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বেদু) এর উদ্যোগে বাস্তবায়িত নতুন এ পদ্ধতিতে খাতা যথাযথভাবে মূল্যায়ন হওয়ায় পরীক্ষায় পাসের হার কমেছে। কমেছে আরও বেশ কিছু সূচক। এই উদ্যোগ কার্যকর হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সেসিপ প্রকল্পের একটি ইউনিটের মাধ্যমে। নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করলে আগামী দুতিন বছর পাসের হার আরও কমতে পারে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ধারণা করছেন।

বেদু'র কর্মকর্তারা জানান, নতুন পদ্ধতিতে একটি পরীক্ষা পর্যালোচনা পর্ষদ করে সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা হয়। একই খাতা ২০টি ফটোকপি করে দেয়া হয় দেশের ২০ জন সেরা পরীক্ষককে। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আলাদাভাবে নম্বর নেয়া হয়। এতে দেখা যায়, ২০ জনই ২০ ধরনের নম্বর দিয়েছেন। একজন ছাত্র চার পাচ্ছে, আরেকজন ছাত্র এখানে সাত পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে কতো পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বেদু'র এক কর্মকর্তা বলেন, 'যিনি প্রধান পরীক্ষক, তিনি আসলে খাতা দেখেন না। একটা রিপোর্ট দিয়ে দেন। আবার যিনি খাতা দেখেন, তিনিও ভালো করে দেখেন না। বোঝা যায়, অনেক সময় তিনি এটা ওজন করে দিয়ে দিলেন, কতো পাতা লিখেছে সেই

পারমাণে। এটা হলে তো সাত্যকার অর্থে আমাদের ছেলেমেয়েদের মূল্যায়ন সঠিকভাবে হচ্ছে না। এতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, কিংবা সে একটা বাড়তি সুযোগও পেয়ে যেতে পারে। এসব চিন্তা মাথায় রেখেই নতুন পদ্ধতি।'

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার সংবাদকে বলেন, 'নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষকরা চাপের মধ্যে ছিলেন যে তার খাতা আবার দেখা হতে পারে। এজন্য তাদের কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। কোন পরীক্ষকের ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল না। শতভাগ হয়ে গেছে এটা আমি বলছি না। সেই দিক থেকে বলা যায়, বিরাট পরিবর্তন এখানে এসেছে। নতুন পদ্ধতিতে একই ধারায় নম্বর দেয়ার কারণে তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে বেশি ফেল করেছে। তবে এ বিষয়টি আমাদের কাছে কাম্য ছিল।'

শিক্ষামন্ত্রীর মূল্যায়ন

পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিবর্তনের কারণে সূচক খানিকটা কমলেও এ পরিবর্তনকে সময়োপযোগী উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিকেও সঠিক খাতামূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়েছিল। যুগের পর যুগ ধরে একটি ত্রুটিপূর্ণ খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ছিল, যার পরিবর্তনের ফলে এখন পরীক্ষার সঠিক ফল পাওয়া গেছে।'

খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নে তিন বছর ধরে কাজ করার কথা জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও

বলেন, ‘এ বিষয়ে প্রথমে প্রধান পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। পরে তাদের মাধ্যমে সারাদেশে সব পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এরপর পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ‘একটি মান’ বজায় রাখার এই ব্যবস্থা চালু হয়। এ জন্য এই খাতাগুলো দেখে একটা উত্তরপত্র আগেই বাছাই করে আমাদের হেড এক্সামিনাররা বসে এবং দুই বার চেক করে একটা সাধারণ মান ঠিক করে দেন। সে অনুযায়ী পরীক্ষকরা খাতা মূল্যায়ন করেন। শিক্ষকরাও খাতা দেখা এবং পড়ানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াস হবেন এবং এখানে আমরা সঠিক বাস্তবতা দেখতে পাব।’

পাসের হার কমার কারণ অনুসন্ধান করে পদক্ষেপ নেয়া হবে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘কম পাস করলেও সমালোচনা, বেশি পাস করলেও সমালোচনা হয়। তবে আমরা এর কারণগুলো খুঁজে বের করবো।’

প্রায় ৩৪ শতাংশ ফেল করায় আগামীতে কি পদক্ষেপ নেয়া হবে- জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সবাইকেই পাস করাতে হবে; একটা সময় আসুক যেন সবাই পাস করে যায়। কিন্তু সেই অবস্থাটা আমাদের এখনও হয়নি। আগে সময় ছিল যেখানে ৪৯-৫০ শতাংশ পাস করেছে। এটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন বেশি পাস করেছে সবাই বিস্মিত হয়েছেন, আমরা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছি বেশি পাস করাই দিতেছি এ জন্য।’

তিনি জানান, প্রকল্পের মাধ্যমে ইংরেজি ও গণিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্লাস নেয়ার কারণে পাসের হার বেড়েছে।

মানবিকের ফল বিপর্যয় প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ‘যারা তুলনামূলক মেধাবী তারা বিজ্ঞানে ভর্তি হচ্ছেন। এটা একটা বিষয় বটে। তাদের প্রতি জোর দিচ্ছি এ কারণে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাদের জাতিরও সেটা আকাঙ্ক্ষা হবে যে ভবিষতের ছেলে-মেয়েরা সেই শিক্ষা লাভ করুক যে শিক্ষাটা বাস্তব কর্মজীবনে প্রয়োগ করা যাবে। সেটা করতে গেলে বিজ্ঞান ব্যাকগ্রাউন্ড অতি জরুরি। সেজন্য ওই দিকে জোর দেয়াটা যুক্তিযুক্ত। পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ, ওখান থেকেও ভালো ছাত্র বের করে নিয়ে আসতে হবে, সেটা আমরা গুরুত্ব দেবো।’

ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এবার বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিভাগে গড় পাসের হার ৭৯ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং মোট জিপিএ-৫ ২১ হাজার ১৭১টি, মানবিকে পাসের ৫৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ এক হাজার ৯৫৪টি; আর ব্যবসায় শিক্ষায় গড় পাসের হার ৬৮ দশমিক ৫৫ শতাংশ এবং জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৪৩৭ জন।

গত বছরের তুলনায় কুমিল্লায় প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি এবং যশোর ও সিলেট বোর্ডে পাসের হার প্রায় ১০ শতাংশ কমে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, ‘যা বাস্তব তা ফল বেরিয়ে এসেছে। কেউ কেউ বলতেন আমরা নম্বর বাড়িয়ে দিতে বলি, আমরা বাড়িয়ে দিতে বলি না, কমিয়ে দিতেও বলি না। আমরা সবাইকে বাধ্য করতেছি সব শিক্ষক সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেন।’

সামাগ্রক ফলাফল সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এখন মান বৃদ্ধির দিকে জোর দিচ্ছি। সেটা আমাদের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ না। আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, যেখানে মান বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে, আমরা দিচ্ছি। মান বৃদ্ধি পাচ্ছেও। এবার গণিত ?অলিম্পিয়াডে দু’জন গোল্ড মেডেল পেয়েছে। এটা একটা অবিশ্বাসী সাফল্য। অনেক দেশকে পেছনে ফেলে গোল্ড মেডেল নিয়ে এসেছে। অনেকে হয়তো বলেন, ভাবটা এমন যারা আয়োজন করেন, যেন তারাই এসব তৈরি করেছেন! এটা তো আমাদের শিক্ষকরাই পড়াইছেন, আমাদের শিক্ষার্থীরাই হয়েছেন। সবাই সমান মেধাবী হবে না।’

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ‘আমরা গুণগত মান বাড়িয়ে এমন জায়গায় যাবো, যাতে সবাই এই শিক্ষাটা অর্জন করে পাস করে একটা যোগ্য স্থানে যায়। তার মধ্যে অনেক মেধাবী যারা, সৃজনশীল যারা, কিছু করতে পারে যারা, তাদের জন্য আমাদের উন্মুক্ত করতে হবে।’

শূন্যভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা প্রতিবারই ব্যবস্থা নেই। ত্রুটিগুলো বের করে ভালো করার উদ্দেশে।’